তারিখ ...31 JUL 2016...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...২......

দৈনিক
ইত্তেফাক

প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীতকরণে চার চ্যালেঞ্জ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে চারটি চ্যালেঞ্জ। সেগুলো হচ্ছে ঃ ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন ও অবকাঠামো সংকট। এছাড়া সম্প্রসারিত প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় থাকা বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব ও শিক্ষকদের দায়িত্বভার কাদের কাছে থাকবে সেই প্রশ্ন।

গতকাল শনিবার রাজধানীর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মিলনায়তনে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীতকরণ বিষয়ক অবহিতকরণ ও করণীয় নির্ধারণ শীর্ষক কর্মশালায় এ তথ্য উঠে আসে।

তবে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইতিমধ্যেই ২৫ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মহাপরিচালককে প্রধান করে গঠন করা এই কমিটিতে শিক্ষাবিদসহ শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা রয়েছেন। তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই এই সংকট কাটাতে করণীয় ঠিক করা হবে।

কর্মশালায় বলা হয়, জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত কারিকুলাম প্রণয়ন হয়েছে। এখন সম্প্রসারিত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নতুন কারিকুলাম হবে, না ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির জন্য নতুন পাঠ্যক্রম রচনা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এছাড়া প্রাথমিক স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার মতো অবকাঠামো রয়েছে মাত্র এক হাজার স্কুলে। বাকি স্কুলে অবকাঠামো প্রয়োজন।

বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির বিদ্যালয়গুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ই পরিচালনা করছে। তবে এবার থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এছাড়া অতিরিক্ত তিনটি শ্রেণি পরিচালনা ও দেখভালের জন্যও প্রয়োজনীয় লোকবল নেই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। ফলে একটি স্কুলের পিছনে দুই মন্ত্রণালয়কেই ছোটাছুটি করতে হবে। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হলেও ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বেতন দিতে হয়। বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে প্রাথমিক শিক্ষা আর অবৈতনিক থাকবে না। আর বিনামূল্যে এই শিক্ষা চালু করতে হলেও সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই অষ্টম শ্রেণি চালু করতে হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, ২০১১ সালেই প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু সেটা হয়েছে ২০১৬ সালে। তবে আমরা ইতিমধ্যে প্রায় ৭০০ স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত খুলেছি। আমরা ইচ্ছে করলে এক ঘোষণায়ই সকল প্রাথমিকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত খুলে ফেলতে পারি; কিন্তু আমাদের শিক্ষক ও অবকাঠামো সংকটের কারণে তা হচ্ছে না।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, আমরা পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী না রাখার ব্যাপারে মত দিয়েছিলাম; কিন্তু কেবিনেট মত দেয়নি। এতে একটা সুবিধাই হলো। পঞ্চম শ্রেণি শেষেও মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকলো। বর্তমান পরিস্থিতিতে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পরিদর্শনের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতেই থাকছে। আসলে যার যে দায়িত্ব সে ঠিকমতো পালন করলেই কোনো সমস্যা হবে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ বিতরণ: গতকাল প্রাথমিক অধিদপ্তরে অপর এক অনুষ্ঠানে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী। ইতিমধ্যে ৫৪৩২টি ল্যাপটপ ও ২৯৯৫টি স্কুলে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই ৫০ হাজার ল্যাপটপ ও ১২ হাজার প্রজেক্টর সংগ্রহ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ল্যাপটপ বিতরণের ক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল, যে সকল বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে এবং আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছে সেসব বিদ্যালয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। চলতি বছরের মধ্যেই সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ল্যাপটপ বিতরণ সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী।

উভয় অনুষ্ঠানেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীরের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন খালিদ, অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান প্রমুখ।